বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.bsbk.gov.bd

(১) পটভূমি :

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থল পথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০০১ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০নং আইন) এর আওতায় সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসর পর্যন্ত ২২ টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বিবিরবাজার, বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, ভোমরা, দর্শনা, বিলোনিয়া, নাকুগাঁও, রামগড়, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, সোনাহাট, টেগামুখ, চিলাহাটি, দৌলতগঞ্জ, শেওলা ও ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর ঘোষিত হয়েছে। এ বন্দরগুলো বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত রয়েছে। বর্তমানে ২২টি স্থলবন্দরের মধ্যে ০৬টি স্থলবন্দর যথা- বিরল, বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ এবং বিবিরবাজার স্থলবন্দর চুক্তি ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বিরল ব্যতিত অন্য ৫টি স্থলবন্দরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা এবং নাকুগাঁও এই ৫টি স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট ১১টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভারত, নেপাল ও ভূটানকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান বা বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত ও নেপাল মোটরযান চুক্তির (BBIN MVA) আওতায় অদূর ভবিষ্যতে স্থল পথে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারি রাজস্বের পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

(২) ভিশন :

স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর ও উন্নততরকরণ।

(৩) মিশন :

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

(৪) কার্যাবলী :

- স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;
- স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

(৫) সাংগঠনিক কাঠামো :

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারী	পদসংখ্যা
১.	চেয়ারম্যান	১	৮.	পরিচালক (অডিট)	১
২.	সদস্য (উন্নয়ন)	১	৯.	সচিব	১
৩.	সদস্য (ট্রাফিক)	১	১০.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১
৪.	সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)	১	১১.	১ম শ্রেণী	৪০
৫.	পরিচালক (প্রশাসন)	১	১২.	২য় শ্রেণী	১৮
৬.	পরিচালক (ট্রাফিক)	২	১৩.	৩য় শ্রেণী	২০৩
৭.	পরিচালক (হিসাব)	১	১৪.	৪র্থ শ্রেণী	৪৩
				সর্বমোট=	৩১৫

(৬) কর্তৃপক্ষের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা :

কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ৬টি শাখা/বিভাগ রয়েছে। উক্ত শাখা/বিভাগের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে। শাখা/বিভাগগুলো হ'ল : প্রশাসন শাখা, বোর্ড শাখা, প্রকৌশল শাখা, হিসাব শাখা, ট্রাফিক শাখা এবং অডিট শাখা।

(৭) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ :

নাম : তপন কুমার চক্রবর্তী পদবি : অতিরিক্ত সচিব ও চেয়ারম্যান যোগদানের তারিখ : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রিঃ	
নাম : সুশেন চন্দ্র রায় পদবি : যুগ্মসচিব ও সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন) যোগদানের তারিখ : ১৯ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিঃ	
নাম : মেশকাত আহমেদ চৌধুরী পদবি : যুগ্মসচিব ও সদস্য (উন্নয়ন) যোগদানের তারিখ : ১৬ মার্চ, ২০১৫ খ্রিঃ	
নাম : মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী পদবি : যুগ্মসচিব ও সদস্য (ট্রাফিক) যোগদানের তারিখ : ২৫ মার্চ, ২০১৫ খ্রিঃ	

(৮) জনবল : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠালগ্নে সাংগঠনিক কাঠামোটিতে ২৮৯টি পদ বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে মোট পদ সংখ্যা ৩১৫টি। মোট জনবলের কর্মস্থল-ওয়ারী বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হ'ল :

প্রধান কার্যালয় ও বন্দর ভিত্তিক জনবলের তালিকা

ক্রমিক নং	দপ্তর/অফিস	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদসংখ্যা	শূন্য পদসংখ্যা
১.	প্রধান কার্যালয়	৮১	৭১	১০
২.	বেনাপোল স্থল বন্দর	১২৩	১১৮	০৫
৩.	বুড়িমারী স্থল বন্দর	১১	০৮	০৩
৪.	আখাউড়া স্থল বন্দর	০৯	০৬	০৩
৫.	হিলি স্থল বন্দর	১০	০৩	০৭
৬.	টেকনাফ স্থল বন্দর	০৮	০১	০৭
৭.	সোনামসজিদ স্থল বন্দর	১০	০২	০৮
৮.	বাংলাবান্ধা স্থল বন্দর	১০	০৩	০৭
৯.	ভোমরা স্থল বন্দর	০৭	০৬	০১
১০.	বিরল স্থল বন্দর	০৬	--	০৬
১১.	তামাবিল স্থল বন্দর	১০	--	১০
১২.	দর্শনা স্থল বন্দর	০৮	--	০৮
১৩.	গোবরাকুড়া-কড়ইতলী (হালুয়াঘাট) স্থল বন্দর	০৬	--	০৬
১৪.	বিবিরবাজার স্থল বন্দর	**০৮**	০১	০৭
১৫.	বিলোনিয়া স্থল বন্দর	**০৮**	--	০৮
		৩১৫	**২১৯**	**৯৬**

- নাকুগাঁও, রামগড়, সোনাহাট, তেগামুখ, চিলাহাটি, দৌলতগঞ্জ, ধানুয়া কামালপুর ও শেওলা শুল্ক স্টেশনকে সম্প্রতি স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হলেও এসব স্থলবন্দরের জন্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোতে কোন জনবল এখনো অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(৯) **আইটি বিষয়ক :**

(ক) কম্পিউটার সরঞ্জামাদি : দাপ্তরিক কাজকর্মে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত অর্থ বছরে ২টি নতুন কম্পিউটার সংস্থাপন করা হয়েছে।

(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম সম্পর্কিত উদ্যোগ :

প্রযুক্তি নির্ভর দেশ গড়া এবং গোটা জাতির জন্য একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ রূপায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রূপকল্প-২০২১ ঘোষিত হয়েছে। সেই সাথে ICT'র গুরুত্ব বেড়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সংস্থার কাজে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রধান দপ্তরে আইসিটি সেল গঠনের জন্য ১৮টি পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বেনাপোল স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে বেনাপোল স্থলবন্দরের Automation এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(১০) জমি অধিগ্রহণ :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন স্থলবন্দরের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরের জন্য ১৬.১৩৫২ একর, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের জন্য ১০.৪৮২২ একর, সোনামসজিদ স্থলবন্দরের জন্য ১৯.১৩ একর, হিলি স্থলবন্দরের জন্য ২১.৮৬ একর, বিবিরবাজার স্থলবন্দরের জন্য ১০.০০ একর, বিরল স্থলবন্দরের জন্য ১৭.৫৪ একর, বুড়িমারী স্থলবন্দরের জন্য ১১.১৫ একর, তামাবিল স্থলবন্দরের জন্য ১৪.৭২ একর, আখাউড়া স্থলবন্দরের জন্য ১৫.০০ একর, ভোমরা স্থলবন্দরের জন্য

১৫.৭২৯৮ একর ও নাকুগাঁও স্থলবন্দরের জন্য ১৩.৪৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। টেকনাফ স্থলবন্দরের জন্য ২৭.০০ একর জমির দীর্ঘ মেয়াদী (৯৯ বছরের) বন্দোবস্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় ০.২৮ একর জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন সর্বমোট জমির পরিমাণ ২৩৮.০৫৭২ একর।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পর্যায়ক্রমে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমকে চলমান কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বেনাপোল স্থলবন্দরের লিংক রোড নির্মাণের জন্য ০.৯৭ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ২য় পর্যায়ে ৯.০০ একর, নাকুগাঁও স্থলবন্দরের জন্য ৩য় পর্যায়ে ৮৬.৫৪ একর, বিলোনিয়া স্থলবন্দরের জন্য ৭.৪২ একর, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের জন্য ২২.৩৯৫ একর, রামগড় স্থলবন্দরের জন্য ১০.২৪ একর, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের জন্য ৩য় পর্যায়ে ৮.৭১৪৪ একর, সোনাহাট স্থলবন্দরের জন্য ১৪.৬৮ একর এবং তেগামুখ স্থলবন্দরের জন্য ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বেনাপোল, ভোমরা, সোনামসজিদ ও বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য এবং সদ্য ঘোষিত শেওলা ও ধানুয়া-কামালপুর স্থবন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্থবকের নিজস্ব অফিস নির্মাণের জন্য আগারগাঁও এলাকায় বরাদ্দকৃত ০.২৮ একর জমিতে বাস্থবকের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণকল্পে ড্রইং ডিজাইন প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

(১১) কল্যাণমূলক :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি ও ইনসেনটিভ বোনাস উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে আর্থিক বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

(১২) মানবসম্পদ উন্নয়ন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে গত অর্থ বছরে দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া অর্থ বছরে নবনিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। নিম্নে সারণি আকারে এতৎসংক্রান্ত উপাত্ত প্রদত্ত হ'ল :

(ক) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ :

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর মোট সংখ্যা
১	২	৩
১৩	কম্পিউটর লিটারেসী কোর্স, আধুনিক অফিস এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স, স্টাফ উন্নয়ন কোর্স, এলিমেন্টারী কোর্স অন কন্ডাক্ট এন্ড ডিসিপলিন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স, বিশেষ কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন এন্ড ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ কোর্স, আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স, মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স, Human Resource Management Course.	১৩ জন

(খ) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ :

বাস্থবকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসূচির আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণসূচিতে অফিস শৃঙ্খলা, আচরণ ও শিষ্টাচার, BOT, সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা সম্পর্কে ধারণা, Public Procurement Management, টেন্ডার পদ্ধতি, আর্থিক বিধিবিধান, বেতন নির্ধারণ ও প্রায়োগিক বিষয়, নথি ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ, Income Tax Assessment রিটার্ণ দাখিল সংক্রান্ত, নিয়োগ বিধি, জ্যেষ্ঠতা/পদোন্নতি সংক্রান্ত বিধি-বিধান, ট্যারিফ সিডিউল প্রণয়ন, শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় ধারা, এসিআর, সার্ভিস বুক লিখন, স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধান-২০০৭ এর সংশ্লিষ্ট অংশ, Internal/External Audit ও বন্দরের Audit ব্যবস্থাপনা এবং Basic Knowledge of computer, hardware & software ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে নবনিয়োগকৃত ০৬ জন কর্মকর্তা এবং ১৯ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) বিদেশে প্রশিক্ষণ/সেমিনার :

বিদেশে প্রশিক্ষণ/সেমিনারের সংখ্যা	**দেশের নাম**	**প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়**	**অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা**
১	২	৩	৪
০৩	কলকাতা ভারত	Trade, Transport and Transit Facilitation in South Asia : Imperative of Bridging Macro-Meso-Micro Gaps ২৯-৩০ অক্টোবর, ২০১৪ সময়ে ভারতের কোলকাতায়	০৩
	কাঠমান্ডু নেপাল	South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Trade Facilitation and Transport Working Group (4 November 2014), Hyatt Regency, Kathmandu, Nepal	
	নিউ দিল্লী ভারত	১৮ মার্চ, ২০১৫ তারিখে ভারতের নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য "Roundtable on Assessment of India-Bangladesh Trade Potentiality"	

(ঘ) সেমিনার/ওয়ার্কশপ :

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	**সেমিনার/ওয়ার্কশপের বিষয়**	**অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা**
১	২	৩
০৬	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো শীর্ষক সেমিনার, PPP Training Needs Assessments, আইএইচআর-২০০৫, PPP Global Investor's Forum : Bangladesh 2012, Validation workshop for the Implementation Plan of Future Trade Facilitation Measures, বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার।	১১

(১৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা :

মোট শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুতি/বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১৩	---	০৫	০১	০৬	০৭

(১৪) দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম :

- বেনাপোল স্থলবন্দরসহ সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বুড়িমারী এবং ভোমরা স্থলবন্দরে বেসরকারীভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার শ্রমিকরা পণ্য উঠা-নামার কাজে সম্পৃক্ত আছেন। এতে স্থানীয় হতদরিদ্র ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- বেনাপোল, আখাউড়া, বুড়িমারী ও ভোমরা স্থলবন্দরে ক্লিনিং ও সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির কিয়দংশের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়েছে।
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীর লোকজনের সমাগম ঘটে। এতে ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ধারাবাহিকতায় পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে হতদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়ের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ইহা দারিদ্র দূরীকরণে বা হ্রাসে সহায়ক হচ্ছে।

(১৫) নতুন/বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সংশোধন (প্রক্রিয়াধীন) :

টেকনাফ স্থলবন্দরের সাথে Concession Agreement অনুযায়ী সেন্টমার্টিনগামী জাহাজ চলাচলে টেকনাফ স্থলবন্দরের জেটি ব্যবহারের ব্যবস্থা চেয়ে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন আছে। তা'ছাড়া, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৪ সংশোধনের/হালনাগাদকরণের কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন আছে।

(১৬) কর্তৃপক্ষের বোর্ড :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ২০০১ এর (২০০১ সনের ২০ নং আইন) ধারা-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

ক) একজন চেয়ারম্যান

খ) তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং

গ) তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি এবং অন্য একজন সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি।

(১৭) পরিচালনা ও প্রশাসন :

বোর্ডের পরিচালনা ও প্রশাসন নিম্নরূপভাবে পরিচালিত হয় :

১) কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

২) বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

৩) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।

৪) খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হবেন।

৫) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।

৬) চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

(১৮) বোর্ডের সভা :

১. বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

২. বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য একজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।

৩. বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

৪. বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৫. বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যাবে না।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বোর্ড শাখার সার্বিক কর্মকান্ড সমূহ :

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ০৪ (চার) টি সাধারণ বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ অর্থ বছরে কোন বিশেষ বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সাধারণ বোর্ড সভায় মোট ৫৩টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও বাস্তবায়িত হয়।

(১৯) নতুন বন্দর ঘোষণা :

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে নিম্নোক্ত দু'টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয় :

১) ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর : ২১ মে, ২০১৫ তারিখের এসআরও নং ১০৪-আইন/২০১৫ গেজেট মূলে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন ধানুয়া কামালপুর শুল্ক স্টেশনকে স্থল বন্দর ঘোষণা করা হয়।

২) শেওলা স্থলবন্দর : ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখের এসআরও নং ১৯১-আইন/২০১৫ গেজেট মূলে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলাধীন শেওলা শুল্ক স্টেশনকে স্থল বন্দর ঘোষণা করা হয়।

- **বন্দর কার্যক্রম উদ্বোধন :**

২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে (১৮-৬-২০১৫ তারিখে) শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায় অবস্থিত নাকুগাঁও স্থলবন্দরটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী উদ্বোধন করেন

(২০) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে স্থলবন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি ও পণ্য হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত তথ্য

(মেট্রিক টন)

স্থলবন্দরের নাম	আমদানি	রপ্তানি
বেনাপোল	১৩,৭৯,৩৫০	২,৯৫,৯৭৭
বুড়িমারী	১২,১২,৫২৩	---
সোনামসজিদ	১৬,৭২,১৭৮	---
হিলি স্থলবন্দর	৯,১০,৯১৬	৯,১০৪
টেকনাফ	৭০,৪২৫	৭,২২৮
আখাউড়া	৬০	৬,৩৫,৫৪৭
বিবিরবাজার	২৮	১,১৩,৭৬৮
ভোমরা	১৮,০৯,২২৬	৫৮,০৭৬
বাংলাবান্ধা	৬,৭১,৪৬৩	৫৪৮৫৮
নাকুগাঁও	১,৬৩৫	---

(২১) **সম্পাদিত/চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী :**

ক) বেনাপোল স্থলবন্দরে লিংক রোড হতে ভারতীয় আইসিপি পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে;

খ) তামাবিল স্থলবন্দরের উন্নয়নমূলক কাজ চলমান আছে;

গ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় বেনাপোল ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের উন্নয়নের জন্য "SASEC Road Connectivity Project: Improvement of Benapole and Burimari Land Port" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ দুটি বন্দরের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ড্রইং ও ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়েছে;

ঘ) নাকুগাঁও স্থলবন্দরে ১৬.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে;

ঙ) ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিকৃত মালামালের অগ্নি দূর্ঘটনা হতে রক্ষার ব্যবস্থার জন্য ৯৬২.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে;

চ) ভোমরা স্থলবন্দরে নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ কার্য চলমান আছে;

ছ) সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য ৩৬.৫০ কোটি ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;

জ) বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ভোমরা, শ্যাওলা, তেগামুখ ও রামগড় স্থলবন্দর উন্নয়নের বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে;

ঝ) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

এডিপি'র আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য :

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার
১	২	৩
০৩	৫৯.০০ লক্ষ	৫৯.০০ লক্ষ ১০০%

এডিপি'র প্রকল্পের অবস্থা :

প্রতিবেদনাধীন বছরে শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
০১টি	নাই	নাই	নাই

২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত এডিপিভূক্ত বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দর ভিত্তিক গৃহীত কার্যক্রম/ কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অগ্রগতির (হ্রাস/বৃদ্ধির) পরিসংখ্যান:

সারণি- ১: অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১.	তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন	২.০০	২.০০	১০০%	
২.	সাসেক রোড কানেকটিভিটি প্রজেক্ট	১.০০	১.০০	১০০%	
৩.	ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম স্থাপন	৫৬.০০	৫৬.০০	১০০%	
	সর্বমোট=	**৫৯.০০**	৫৯.০০	১০০%	

এডিপি'র আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভূক্ত প্রকল্পের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের তথ্য চিত্র:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বাৎসরিক বরাদ্দ	বাৎসরিক ব্যয়	প্রকৃত অগ্রগতি (%)
২০১০-১১	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১০০%
২০১১-১২	২০৫০.০০	২০৫০.০০	১০০
২০১২-১৩	২৩৯৪.০০	২৩৭৪.২৩	৯৯.১৭%
২০১৩-১৪	১১২৫.০০	১০৫৮.৭২	৯৪.১১%
২০১৪-১৫	৫৯.০০	৫৯.০০	১০০%

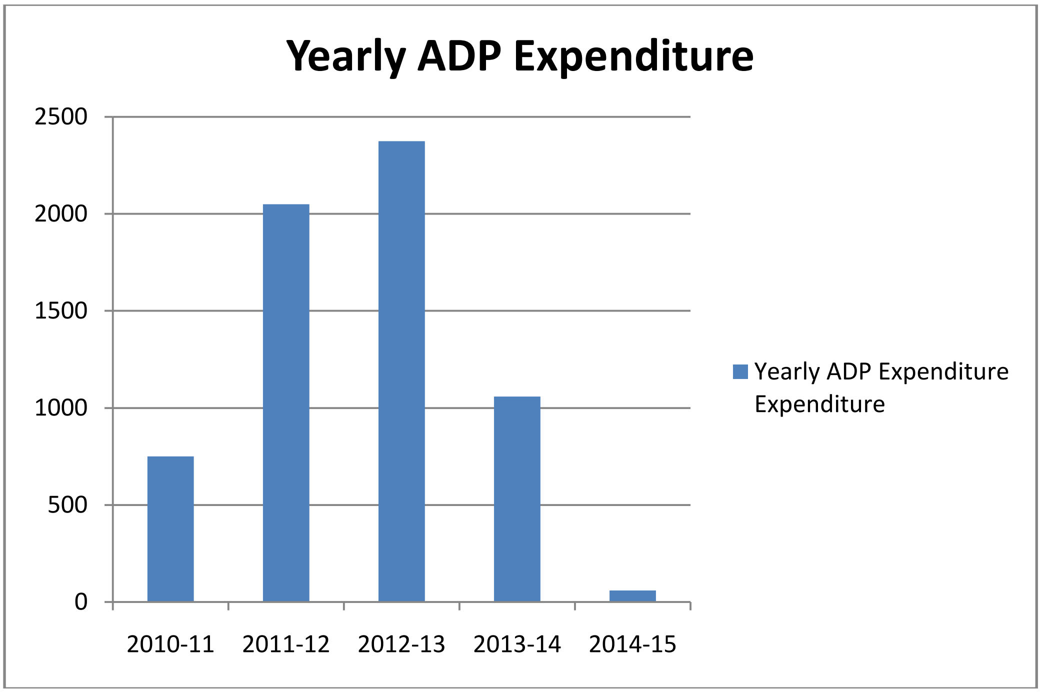

(২২) হিসাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পলিসিসমূহ : বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিম্নবর্ণিত নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয় :

ক) লেনদেনের রেকর্ড নগদ ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর IAS, BAS এবং GAAP অনুযায়ী আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক বন্দরের জন্য পৃথক হিসাব বহি রাখা হয় এবং বছর শেষে সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

খ) **স্থায়ী সম্পত্তি :** জমি ও জমির উন্নয়ন ছাড়া ক্রয়মূল্য থেকে পুঞ্জিভূত অবচয় বাদ দিয়ে সকল স্থায়ী সম্পদ দেখানো হয়;

গ) **অবচয় :** ক্রমহ্রাসমান জের পদ্ধতিতে অন্যান্য স্থায়ী সম্পত্তির হিসাব দেখানো হয়। বাস্থবকের প্রস্তুতকৃত রেইট শিডিউল অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রেণীর সম্পত্তির অবচয় ধার্য করা হয়।

ঘ) **আয়কর : ১৯৮৪** সালের আয়কর অধ্যাদেশ, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী আয়কর নির্ণয়, উৎসে কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

ঙ) **ভ্যাট : ১৯৯১** সালের ভ্যাট এ্যাক্ট অনুযায়ী ভ্যাট নির্ণয়, উৎসে কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

(২৩) বিগত কয়েক বছরের আয়ের বিবরণ : ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট আয় হয় ৭০২৮.৪৭ (লক্ষ) টাকা যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৬১৩০.৭৬ (লক্ষ) টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আয় বেড়েছে ৮৯৭.৭১ (লক্ষ) টাকা। বছর ওয়ারী তুলনামূলক আয়ের বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয়ের তুলনামূলক তালিকা

লক্ষ টাকায়

	অর্থবছর							
স্থলবন্দরসমূহের নাম	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
প্রধান কার্যালয়	১৩৭.৫১	১৬৮.৯২	১৫২.৪২	৩৫২.৬৭	৪৮৯.৩০	৬৬০.৩৬	১০৩১.৫৩	৯৪১.৪৭
বেনাপোল	১৯২৫.৫৯	১৯১৮.৮২	২৫১২.০০	২৫০৮.০০	২৬২৯.৩২	২৮৩০.০৮	২৬৪৭.৮৬	৩১২০.৭৯
বুড়িমারী	০.০০	০.০০	৪৪.৯৩	৪১৫.৪১	৩৪০.৬২	৩৫০.৩৭	৫০২.০৭	৭০৩.২১
আখাউড়া	০.০০	০.০০	০.০০	১৮.৯৩	৩৫.৫৩	২৬.০০	১৪.২২	৩১.৪৯
টেকনাফ	১৬০.৫৪	২২২.৫৫	১৮৯.৬৫	২০৮.২৬	২০৭.২৪	১৬৫.১০	২২২.৮৯	১৯১.৪২
সোনামসজিদ	৪২.৭৭	২০৬.৭৭	২৬০.৯৪	৪৪১.২৫	২৫৬.২৪	২৯৭.৪৩	৩৫৭.৬৩	৩২১.১৮
হিলি	০.০০	১৫৭.১৩	১৯১.৭০	১৭৪.৯১	২৪৯.২৬	৩৫২.৪৩	৩৬৩.১৩	৩৮৬.৮৩
বিবির বাজার	০.০০	০.০০	০.০০	০.৫৮	০.৮৩	০.৮৭	০.৪৬	০.৮৫
বাংলাবান্ধা						৫.৩৮	১৭.১৫	২৫.২৯
ভোমরা						৯০.৪০	৯৭৩.৮২	১৩০৩.৫৪
নাকুগাঁও						০০.০০	০০.০০	২.৪০
মোট আয়=	২২৬৬.৪১	২৬৭৪.১৯	৩৩৫১.৬৪	৪১২০.০১	৪২০৮.৩৪	৪৭৭৮.৪২	৬১৩০.৭৬	৭০২৮.৪৭

(২৪) তুলনামুলক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী : ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনামূলক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক তালিকা অর্থবছর ২০১৪-১৫

লক্ষ টাকায়

স্থলবন্দরের নামসমূহ	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত	আয়ের শতকরা হার (%)	ব্যয়ের শতকরা হার (%)
প্রধান কার্যালয়	৯৪১.৪৭	৬২৪.২০	৩১৭.২৭	১৩.৪০	১৯.৭৬
বেনাপোল	৩১২০.৭৯	১৬৩৭.৯৬	১৪৮২.৮৩	৪৪.৪০	৫১.৮৪
বুড়িমারী	৭০৩.২১	২১৫.৯১	৪৮৭.৩০	১০.০০	৬.৮৩
আখাউড়া	৩১.৪৯	৫১.০৫	-১৯.৫৬	০.৪৫	১.৬২
টেকনাফ	১৯১.৪২	২.৬৪	১৮৮.৭৮	২.৭২	০.০৮
সোনামসজিদ	৩২১.১৮	৪.৩৩	৩১৬.৮৫	৪.৫৭	০.১৩
হিলি	৩৮৬.৮৩	৭.০৪	৩৭৯.৭৯	৫.৫০	০.২২
বিবির বাজার	০.৮৫	২.০৭	-১.২২	০.০১	০.০৭
বাংলাবান্ধা	২৫.২৯	১.৭৮	২৩.৫১	০.৩৭	০.০৬
ভোমরা	১৩০৩.৫৪	৬১২.৫	৬৯১.০৪	১৮.৫৫	১৯.৩৯
নাকুগাঁও	২.৪০	---	২.৪০	০.০৩	০.০০
মোট =	৭০২৮.৪৭	৩১৫৯.৪৮	৩৮৬৮.৯৯	১০০.০০	১০০.০০

(২৫) সরকারি কোষাগারে জমা :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ মোট ৯,৯২,০০,০০০.০০ (নয় কোটি বিরানব্বই লক্ষ) টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধ = ১,৩০,০০,০০০.০০
আয়কর বাবদ পরিশোধ = ৮,৬২,০০,০০০.০০
মোট = ৯,৯২,০০,০০০.০০

(২৬) বিগত বছরসমূহের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচে দেয়া হ'ল :

(লক্ষ টাকায়)

আয়				ব্যয়			
অর্থবছর	বাজেট	প্রকৃত	শতকরা হার	অর্থবছর	বাজেট	প্রকৃত	শতকরা হার
২০০৮-০৯	৩৫৩৪.২৫	২৬৭৪.১৯	৭৫.৬৬	২০০৮-০৯	৩৪৯৮.৩১	২৪৯৬.৪৬	৭১.৩৬
২০০৯-১০	৩৪০২.৭৪	৩৩৫১.৬৪	৯৮.৫০	২০০৯-১০	৩৩৭৫.৫৮	২৬২৯.২৩	৭৭.৮৯
২০১০-১১	৪৬৮৯.০০	৪১২০.০১	৮৭.৮৭	২০১০-১১	৪৩৫৫.৪২	৩২৩৮.১৬	৭৪.৩৫
২০১১-১২	৫০৩৬.০০	৪২০৮.৩৪	৮৩.৫৭	২০১১-১২	৪৮৭৮.০২	৩১৯১.১৬	৬৫.৪২
২০১২-১৩	৪৮৮১.০০	৪৭২৭.৩৩	৯৬.৮৫	২০১২-১৩	৪৫১০.০০	২৯১৪.৪৭	৬৪.৬২
২০১৩-১৪	৬৫৩৫.২৫	৬১৩০.৭৬	৯৬.৭৭	২০১৩-১৪	৪৫৫৩.১৭	৩৭২৫.০০	৮১.৮১
২০১৪-১৫	৭১৪২.৯১	৭০২৮.৪৭	৯৮.৩৯	২০১৪-১৫	৪৮৩৭.০৮	৪২৬৮.১৯	৮৮.২৪

(২৭) হিসাব নিরীক্ষা :

২০১২-২০১৩ অর্থবছরের হিসাব প্রস্তুত ও নিরীক্ষা এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত অডিট ফার্ম কর্তৃক সম্পন্ন করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অডিট ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

(২৮) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা :

১। বেনাপোল স্থলবন্দরের ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২। ভোমরা স্থলবন্দরের ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

(২৯) ফটোগ্যালারী

বেনাপোল স্থলবন্দর

বেনাপোল স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম

বেনাপোল স্থলবন্দরের বর্ডারের নবনির্মিত রাস্তার উন্নয়নের কাজ পরিদর্শন

বেনাপোল স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম

বেনাপোল স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম

বেনাপোল স্থলবন্দরের ট্রাক টার্মিনাল